ঢাকা ০১ মার্চ, ২০১৪
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বহুজাতিক কোম্পানির কর ফাঁকি ও মূলধন পাচারে অধিকার ভিত্তিক সংগঠনের উদ্বেগ

বহুজাতিক কোম্পানিসমূহের উপর মহা হিসাব নিরীক্ষকের অডিট জোরদার করতে হবে

আজ ঢাকায় ইক্যুইটি এন্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ (ইক্যুইটিবিডি)-এর নেতৃত্বে ১৪টি সুশীল সমাজ সংগঠন "রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে বহুজাতিক কোম্পানির কর ফাঁকির প্রবণতা রোধ করতে হবে" শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশে বর্তমানে চলমান বহুজাতিক কোম্পানির কর ফাঁকি ও মূলধন পাচারের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং তাদের উপর বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের সরাসরি ও শক্তিশালী অডিট কার্যকর করার দাবি জানায়।

ইক্যুইটিবিডি-র রেজাউল করিম চৌধুরীর সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন একই সংগঠনের আহসানুল করিম বাবর এবং বক্তব্য রাখেন ডেভেলপমেন্ট সিনার্জি ইন্সটিটিউটের মনওয়ার মুস্তাফা এবং ইক্যুইটিবিডি-র মোস্তফা কামাল আকন্দ। ইক্যুইটিবিডি-র নেতৃত্বে সংবাদ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য যেসব সংগঠন হচ্ছে, অনলাইন নলেজ সোসাইটি, আলো, উদয়ন বাংলাদেশ, ডোক্যাপ, ডেভেলপমেন্ট সিনার্জি ইন্সটিটিউট, প্রান, পাস, প্রাকৃতজন, ভয়েস, সংশপ্তক এবং হিউম্যানিটি ওয়াচ।

উপস্থিত সংগঠনসমূহের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত মূল বক্তব্যে মোঃ আহসানুল করিম বলেন, বাংলাদেশের চারটি মোবাইল ফোন কোম্পানি যথা: গ্রামীণ ফোন (টেলিনর), বাংলালিংক (ওরাসকম), রবি (সিংটেল) এবং এয়ারটেল, মিলে মোট ৪০২ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি কর ফাঁকি দিয়েছে। তারা এখনও বাংলাদেশের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে দর কষাকষি করছে এবং নানা রকম কৌশল করে চলেছে সেগুলো পরিশোধ না করার জন্য। আমদানী শুল্ক পরিশোধ না করার জন্য ইতিমধ্যে গ্রামীণ ফোনকে কয়েকবার সতর্ক করা হয়েছে। ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো কোম্পানিও অভিযুক্ত হয়েছে প্রায় ২৫০ মিলিয়ন ডলার কর ফাঁকি দেবার জন্য।

লিখিত বক্তব্যে আহসানুল করিম বাংলাদেশে ফোন কোম্পানিগুলোর অংশগ্রহণে থ্রি-জি অকশনের ঘটনা উল্লেখ করেন। কিভাবে কোম্পানিগুলো সিন্ডিকেট করে সরকারকে কম মূল্যে অকশন পরিচালনা করতে বাধ্য করে এটি তার একটি উদাহরণ। ভারতে থ্রি-জি অকশনে সময় লেগেছিল ৩৩ দিন এবং তা থেকে সরকারের আয় হয়েছিল ১১ বিলিয়ন ডলার যেখানে প্রত্যাশা ছিল মাত্র ৭ মিলিয়ন ডলার। আর বাংলাদেশে সবকিছু চুকে যেতে সময় লাগে এক ঘণ্টারও কম। ৮০০ মিলিয়ন ডলারের প্রত্যাশা থাকলেও প্রতিযোগিতা বিহীন সিন্ডিকেটের কারণে সরকারের আয় হয় মাত্র ৫১৫ মিলিয়ন ডলার।

ডেভেলপমেন্ট সিনার্জি ইন্সটিটিউটের মনওয়ার মুস্তাফা বলেন, এটা শুধু এককভাবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিষয় নয়। আমাদের সাংসদ তথা রাজনীতিবিদদেরও এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে হবে। বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রককে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে তার সরাসরি অডিটের আওতায় আনতে হবে। তিনি আরো বলেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বহুজাতিক কোম্পানির মূলধন পাচারের ঘটনা ঘটে অবমূল্যায়নকৃত অর্থ স্থানান্তরের (transfer mispricing) মাধ্যমে, এটি অত্যন্ত জটিল বিষয়। এসব বিষয় ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণ করতে হলে আমাদের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সক্ষমতার উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনের সঞ্চালক, ইক্যুইটিবিডির রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, ওয়াশিংটন ভিত্তিক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফাইন্যান্স ইন্টিগ্রিটি-র প্রতিবেদন ২০১২ অনুযায়ী, ২০০১ থেকে ২০১১ সময়কালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে বহুজাতিক কোম্পানি কর্তৃক মূলধন পাচার হয় ১৫ বিলিয়ন ডলার, যেখানে অবমূল্যায়নকৃত স্থানান্তর (transfer mispricing) ছিল একটি বড় কারণ। দেখা যায়, এভাবে বাংলাদেশ বছরে ১৩০ মিলিয়ন ডলারের বেশি হারিয়েছে যেখানে বৈদেশিক সাহায্যের নামে এর চেয়ে অনেক কম টাকা বাংলাদেশে এসেছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকার এবং আমাদের রাজনীতিকদেরকে অবিলম্বে নিম্নোক্ত বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া জরুরি; (১) এ বিষয়টি নিয়ে জাতিসংঘ ও জি-২০ পর্যায়ে আলোচনা উত্থাপন করা; (২) অন্যান্য দেশের সাথে ট্যাক্স ট্রান্সপারেন্সি চুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা; (৩) বহুজাতিক কোম্পানির হিসাব সংক্রান্ত তথ্য পাবার ক্ষেত্রে জনগণের তথ্য অধিকার আইনকে বলবৎ করা; এবং (৪) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা।

বার্তা প্রেরক
মোস্তফা কামাল আকন্দ, ০১৭১১৪৫৫৫৯১
রেজাউল করিম চৌধুরী, ০১৭১১৫২৯৭৯২